



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর
প্রণীত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০৬/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর
প্রণীত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০৬/২০২২

সূচিপত্র

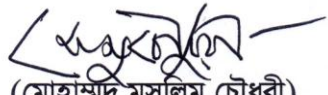
ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
০১	মুখবন্ধ	i
	অধ্যায়- ০১	
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	০৩ - ০৪
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৫
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৭
	অধ্যায়-০২	
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-৩৪
	দ্বিতীয় অংশ	
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯-৫৪

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অথরিটি, লোকাল অথরিটি ও পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং কর্পোরেশন এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশস) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২৫/০৮/২০২২ বঙ্গাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ বুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মার্চ পর্যায়ের নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বাংলাদেশের শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি (ইসিজি) সেবা প্রদানকারী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৭৩ সালের ১৪ মে বীমা কর্পোরেশন অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং-৬) অনুযায়ী বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল ধরনের বীমা, পুনঃবীমা ব্যবসা করার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অর্থায়নে বাজেট প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাজেট অনুমোদন নেওয়া হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি সরকারি সম্পত্তির ১০০% এর বীমা দায় গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের বীমা, পুনঃবীমা, ইসিজি, পুঁজি বিনিয়োগ, স্থাপনাসমূহ হতে ভাড়া ইত্যাদি হতে আয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশাসনিক বিভাগ, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, বিনিয়োগ বিভাগ, পুনঃবীমা বিভাগ, ইসিজি বিভাগ ও সম্পত্তি বিভাগ, ব্রোকারেজ বিভাগসহ ২৪টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়া প্রধান কার্যালয়, ঢাকাসহ এর আওতাধীন ৮টি জোনাল অফিস এবং ৭৭টি শাখা অফিস রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দফতর নিজস্ব ভবনে ৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

জনবলের সংক্ষিপ্তসার			
ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদ সংখ্যা	অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত জনবল সংখ্যা
০১	চেয়ারম্যান	০১	০১
০২	পরিচালক	০৭	০৭
০৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	০১
০৪	জেনারেল ম্যানেজার	০৮	০১
০৫	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৬	১৩
০৬	সহকারি জেনারেল ম্যানেজার	২৪	১৯
০৭	ম্যানেজার	৭৯	৭০
০৮	অন্যান্য ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৪২৮	২৮৮
০৯	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	৩২৬	১৮৯
১০	কর্মচারী (৩য় শ্রেণি)	৫৭৩	২৫৫
১১	কর্মচারী (৪র্থ শ্রেণি)	৫৫৫	২৯০
সর্বমোট		২০১৮	১১৩৪

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

- বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা;
- সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা সেবার মাধ্যমে মুনাফা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করা;
- অপেক্ষাকৃত কম খরচে মানসম্পন্ন সেবা প্রদান;
- উচ্চমানের নিরাপত্তা, সহজতর সেবা ও প্রফেশনাল আচরণ দ্বারা সবচেয়ে জনপ্রিয় বীমাকারী হওয়া;
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, শক্তিশালী ও টেকসই বীমা খাতে তৈরী করা;
- সৃজনশীলতা ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান দ্বারা সংস্থার বিকাশ সাধন করা।

অডিটের আইনগত ভিত্তি:

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি:

২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে :

- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন কার্যালয়সমূহের বাজেট এবং বাজেটের বিপরীতে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের বিবরণী;
- বীমা, পুনঃবীমা ও ইসিজি হতে প্রিমিয়াম ও কমিশন আদায় এবং বীমা, পুনঃবীমা ও ইসিজি দাবি পরিশোধ;
- বিনিয়োগ;
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়;
- ভবন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায়;
- সরবরাহ ও সেবা।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল

বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এবং সরকারি অন্যান্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করে ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে :

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- নিরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি।

অডিট সময়কাল:

২৫/০১/২০২১ খ্রি. হতে ২৪/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত।

নির্বাচী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নির্বাহী আওতাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিটকালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৩ (তেরো)টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২০৯,৯৪,৫৯,৮৭৬ (দুইশত নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ ঊনষাট হাজার আটশত ছিয়াত্তর) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- বীমা আইন-২০১৯ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এবং বীমা আইন-২০১০ এর অনুচ্ছেদ ১৮(১) এর লঙ্ঘন।
- সরকারি আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালন না করা।
- জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

ASR	Addendum Of survey Report
BIA	Bangladesh Insurance Academy
CCC	Claim Co-operation Clause
CCL	Cash Call Loss
CI	Co- Insurance
DPLR	Depend on Previous Loss Ratio
EL	Excel Treaty
EL	Excess of Loss
FC	Foreign Company
IAR	Industrial All Risks
MI	Marine Insurance
MDP	Minimum Deposit Premium
MH	Marine Hull
MC	Marine Cargo
PSB	Public Sector Business
PUB	Public
PVT	Private
SBC	Sadharon Bima Corporation
RI	Re- Insurance

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	ভুয়া ব্যাংক হিসাব খোলে বীমা প্রিমিয়ামের টাকা আত্মসাৎ	২৬,১৪,৯৮,২০৪
২.	নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩৪,৯৪,১৯৭
৩.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে ডিপ্লোমাদারীদেরকে প্রতি বছর মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	৫,৫০,১৬,৬৯৩
৪.	বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি	৯,৬০,৯৯,৭৪৯
৫.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশ লঙ্ঘন করে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মূল বেতনের সাথে দুটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে পেনশন প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	২২,৬৬,৩৫০
৬.	বিদেশি পুনঃবীমাকারীদের নিকট সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পাওনা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮
৭.	চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন এবং সার্ভেয়ার রিপোর্ট ব্যতীত অগ্নি পুনঃবীমা দাবি অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	৮,৩১,৬০,৩০৭
৮.	চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক অগ্নি পুনঃবীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	১২,২৬,৮৭,৮২৫
৯.	গ্রাহক কর্তৃক বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯১,৭১,২০৮
১০.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় না হওয়ায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	১,০৫,১৫,২১৪
১১.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না হওয়ায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	৮,৬০,৬০,০৮৩
১২.	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি	৮,৮৬,১৪,১৭১
১৩.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	১২,৩৮,৯৮,৪৭৭
সর্বমোট		২০৯,৯৪,৫৯,৮৭৬
কথায়: (দুইশত নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ ঊনষাট হাজার আটশত ছিয়াত্তর) টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : ভূয়া ব্যাংক হিসাব খোলে বীমা প্রিমিয়ামের ২৬,১৪,৯৮,২০৪ (ছাব্বিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত চার) টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ভূয়া ব্যাংক হিসাব খোলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বীমা প্রিমিয়ামের ২৬,১৪,৯৮,২০৪ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর হিসাব, প্রিমিয়াম নথিপত্রাদি যাচাইকালে দেখা যায় যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, শাখা-৯, ২৯ মিরপুর রোড, জাহান ম্যানশন, ঢাকা এর পত্র নং- এসবিসি/ঢাকা/আই/২০১০/১৩; তারিখ: ২৫/০১/২০১০ এর মাধ্যমে অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগে কর্মরত (১) জনাব আবুল কাশেম, ম্যানেজার (২) জনাব রফিকুল ইসলাম, ডিজিএম এবং (৩) জনাব টি এম জাহিদ, ডিজিএম কর্তৃক সাধারণ বীমার ৪৯২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত জালিয়াতির মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ইমামগঞ্জ, চক বাজার শাখা, ঢাকায় একটি চলতি ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন করেন। উক্ত ব্যাংক হিসাবটি SADHARAN BIMA CORPORATION BR9 নামে অভিহিত করা হয় এবং যার হিসাব নম্বর- ০৬১১১০০০০৯২৪১। ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদনে চলতি হিসাবটি জনাব রফিকুল ইসলাম, ডিজিএম, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং জনাব আবুল কাশেম, ম্যানেজার ও শাখা প্রধান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, শাখা-৯, ২৯ মিরপুর রোড, জাহান ম্যানশন, ঢাকা এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু সাধারণ বীমার ৪৯২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তে ব্যাংক হিসাব খোলার বিষয়ে কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। সরবরাহকৃত এক্সিম ব্যাংক হিসাবের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০১/০৪/২০১০ খ্রি. হতে ০৫/১০/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর ৬ মাস সময়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে সর্বমোট ২৭,৭৭,৯০,০৩১ টাকা জমা করা হয়। ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন সময়ে উত্তোলনপূর্বক সর্বমোট ২৬,১৪,৯৮,২০৪ টাকা আত্মসাৎ করা হয়। অবশিষ্ট (২৭,৭৭,৯০,০৩১-২৬,১৪,৯৮,২০৪) টাকা বা ১,৬২,৯১,৮২৭ টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা রয়েছে। ০৭/১০/২০২০ খ্রি. তারিখের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ও এক্সিম ব্যাংক এর হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় ভূয়া ব্যাংক হিসাব খুলে বীমা প্রিমিয়ামের টাকা আত্মসাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১)।

অনিয়মের কারণ :

ভূয়া ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ আত্মসাৎ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক ০৬/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে জনৈক বীমা কর্মকর্তার একটি চিঠির সূত্রের মাধ্যমে কর্পোরেশনের কথিত ডিজিএম জনাব রফিকুলের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব খোলার ফরম ও স্বাক্ষর জাল করে অডিট এন্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের ম্যানেজার জনাব মোঃ আবুল কাশেম বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অবগত হওয়ার পর কর্পোরেশনের একজন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এর নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করে তদন্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যায় বিধায় কর্পোরেশনের ৬২০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আবুল কাশেমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। আনীত অভিযোগটি দুদকের সিডিউলভুক্ত ফৌজদারী অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক মামলা করা হয়েছে এবং মামলাটি চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় এবং যথাযথ তদারকির অভাবে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ করায় ৩৪,৯৪,১৯৭ (চৌত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশত সাতানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা জোনের ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ করায় কর্পোরেশনের ৩৪,৯৪,১৯৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোন এর হিসাব সংশ্লিষ্ট ক্যাশ বই, স্ট্যাম্প রেজিস্ট্রার সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে ঢাকা জোনস্থ ৫ নং শাখায় সংগৃহীত নগদ তহবিলের ২,১৫,৭৬৫ টাকা তহরুপ করা হয়। ঢাকা জোনস্থ ১১ নং শাখায় ১৯৯৩ সালে মিরপুর শাখার তিন জন কর্মকর্তা যথাক্রমে ম্যানেজার জনাব এ.কে.এম. খায়রুল আনাম; জুনিয়র অফিসার জনাব গোলাম মাওলা এবং একজন উচ্চমান সহকারি ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি হতে জুলাই মাস পর্যন্ত সংগৃহীত প্রিমিয়ামের ৭,৬০,৬৩২ টাকা তহরুপ করেন। ১৯৯৩ সালে ঢাকা জোনের নৌ-দায় গ্রহণ বিভাগে কর্মরত জনাব চৌধুরী মোঃ সালেহ সরোয়ার ১২,৩৩,৩২৭ টাকার ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ করেন। একইভাবে ঢাকা জোনে ১৯৮৩ হতে ১৯৮৫ সময়ে ১২,৮৪,৪৭৩ টাকার ইস্যুরেস স্ট্যাম্প গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

জিএফআর এর বিধি-২৫ মোতাবেক প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা পরিপূর্ণ ও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করবেন যে, তার নিজের আত্মসাৎ বা গাফিলতির কারণে সৃষ্ট সরকারি ক্ষতির জন্য ও অন্য সরকারি অফিসার কর্তৃক আত্মসাৎ বা গাফিলতির জন্য সৃষ্ট ক্ষতিতে তার সম্পৃক্ততা বা গাফিলতি থাকলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন। নগদ তহবিল (২,১৫,৭৬৫ + ৭,৬০,৬৩২) বা ৯,৭৬,৩৯৭ টাকা এবং ইস্যুরেস স্ট্যাম্প (১২,৩৩,৩২৭ + ১২,৮৪,৪৭৩) বা ২৫,১৭,৮০০ টাকা তহরুপ করা হয়েছে। অর্থাৎ নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প এর টাকাসহ সর্বমোট (৯,৭৬,৩৯৭+২৫,১৭,৮০০) টাকা বা ৩৪,৯৪,১৯৭ টাকা তহরুপ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০২)।

অনিয়মের কারণ :

জিএফআর এর বিধি-২৫ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঢাকা জোনের বিভিন্ন শাখা অফিসের নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ এর সাথে জড়িতদের চাকরি হতে অপসারণ করা হয়েছে এবং সার্ভিস বেনিফিট প্রদান না করে তা সমন্বয় করে তাদের বিরুদ্ধে মানিসুট মামলা করা হয়েছে; যা মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারাধীন রয়েছে। ১৯৮৫ ও তৎপরবর্তী সময়ের বীমার টিকেট তহরুপের টাকা অবলোপনের জন্য কাগজপত্র বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলেও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের ব্যাপারে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো আদালত/হাইকোর্ট [মামলা নং F.A-২০১/৯৭ (FAT) নং ২৬৪/৯৭ এবং সালেহ সরওয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ও মতিঝিল থানাও মামলা হয়েছে যার নং-৮৮; তারিখ : ৩১/০১/১৯৯৫ খ্রি.] এর এখতিয়ার বিধায় কোর্টের রায় না পাওয়া পর্যন্ত অসমন্বিত অবস্থায় রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। ঢাকা জোন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে নগদ তহবিল ও ইস্যুরেস স্ট্যাম্প তহরুপ সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে আপত্তিকৃত অর্থের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট হতে অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে ডিপ্লোমাধারীদেরকে প্রতি বছর মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৫,৫০,১৬,৬৯৩ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত তিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জোন অফিস এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ডিপ্লোমাধারীদেরকে প্রতি বছর মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করায় কর্পোরেশনের ৫,৫০,১৬,৬৯৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জোন অফিস এর ক্যাশবই, বেতন বিল ও রেজিস্ট্রার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ডিপ্লোমাধারী কর্মকর্তাদেরকে প্রতি বছর মূল বেতনের সাথে বিশেষ বেতন হিসেবে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়। প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জোন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তাগণ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে বিশেষ বেতন হিসেবে মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ করেন।

অর্থ বিভাগ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে জারিকৃত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ-২০১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বেতন ভাতা প্রাপ্য।

এ আদেশে ডিপ্লোমা পাশের জন্য কোন অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিধান নেই। অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং- ৫৩.০০.০০০০.২২১.৫৩.০০৩.১৬, তারিখ: ০৪/০৮/২০১৬ খ্রি. এ বিশেষ ইনক্রিমেন্ট বাবদ উত্তোলিত অর্থ/সুবিধা প্রদানের সুযোগ না থাকায় অর্থ বিভাগের অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং এ বাবদ অতিরিক্ত যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বীমা কর্পোরেশন জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং উল্লিখিত স্মারক লঙ্ঘন করে প্রদত্ত অর্থ আদায় না করে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করেছে। ফলে কর্পোরেশনের ৫,৫০,১৬,৬৯৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩)।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নং-৫৩.০০.০০০০.২২১.৫৩.০০৩.১৬, তারিখ: ০৪/০৮/২০১৬ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

পেশাগত ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্মচারী প্রবিধানমালা-১৯৯২ এর ১১(৪) ধারা এবং কর্পোরেশনের বিভিন্ন বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন বিভাগের অফিস আদেশের নির্দেশনায় ২টি বিশেষ বেতন বর্ধনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর জন্য জারিকৃত জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর আওতাভুক্ত। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এ ডিপ্লোমা পাশের জন্য কোন অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিধান নেই।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় ৯,৬০,৯৯,৭৪৯ (নয় কোটি ষাট লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত ঊনপঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম জোন অফিস এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন স্থানে ভাড়াকৃত ফ্লোর হতে বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় কর্পোরেশনের ৯,৬০,৯৯,৭৪৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় এবং চট্টগ্রাম জোন অফিস এর ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার ও ভাড়া চুক্তিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রণাধীন সাধারণ বীমা টাওয়ারের ৮ জন ভাড়াটিয়ার নিকট অনাদায়ি ভাড়ার পরিমাণ যথাক্রমে ১,৯৫,৫৬,৭৫৬ টাকা, সাধারণ বীমা সদন ভবনে ৬৬ জন ভাড়াটিয়ার নিকট ৪,২০,৭৫,২০৯ টাকা, সাধারণ বীমা ভবন-২ তে ৩৪ জন ভাড়াটিয়ার নিকট ২,৯২,৫০,১৯৭ টাকা, চট্টগ্রাম জোন অফিস এর সাধারণ বীমা ভবনের ০২ জন ভাড়াটিয়ার নিকট ২৯,৩৬,৮২১.৫৫ টাকা এবং সাধারণ বীমা সদনের ০৬ জন ভাড়াটিয়ার নিকট ২২,৮০,৭৬৫.১৯ টাকাসহ সর্বমোট অনাদায়ি ভাড়ার পরিমাণ (১,৯৫,৫৬,৭৫৬+ ৪২,০৭৫,২০৯.৬২+ ২,৯২,৫০,১৯৭+ ২৯,৩৬,৮২১.৫৫ + ২২,৮০,৭৬৫.১৯) টাকা বা ৯,৬০,৯৯,৭৪৯ টাকা। উল্লেখ্য যে, উক্ত বকেয়া ভাড়ার অধিকাংশ অর্থ সাধারণ বীমা টাওয়ারের ভাড়াটিয়া বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এর নিকট ৩১ ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত ৭,১৬,৬১,০০২ টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ি রয়েছে। ভাড়াটিয়ার সাথে চুক্তিপত্রের শর্ত নং ২ (ক) মোতাবেক প্রত্যেক ভাড়াটিয়া প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করবেন মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলে ও চুক্তির শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। ফলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং অন্যান্য ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কর্পোরেশনের ৯,৬০,৯৯,৭৪৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪)।

অনিয়মের কারণ :

ভাড়া চুক্তিপত্রের শর্ত নং ২ (ক) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কর্পোরেশনের বকেয়া ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ভাড়া) বিভাগ নিয়মিত চাহিদা পত্র প্রেরণ, নোটিশ প্রদান ও মিটিং অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৩৫ (পয়ত্রিশ) জন ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। ভাড়াটিয়ার সাথে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অগ্রিম ভাড়া পরিশোধের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও সর্বাত্মক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তা পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব হয় না যার ফলে প্রতি বছরই ভাড়া আদায় বকেয়া হিসেবে থেকে যায় এবং পরবর্তীতে আদায় করা হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এর বকেয়া অর্থ আদায়ের বিষয়ে নিয়মিত চাহিদাপত্র এবং নোটিশ প্রদান অব্যাহত আছে। সম্ভ্রতি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন আইডিআরএ এর সাথে বকেয়া ভাড়ার বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভাড়া দ্রুত পরিশোধ করা হবে মর্মে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে অবহিত করে।
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জোনের তৈরীকৃত মাসিক সমাপনী বিবরণী ও বাৎসরিক সমাপনী বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দেখানো হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে যেহেতু মামলাগুলো চলমান ছিল সেহেতু উপরোক্ত ভাড়াটিয়াগণের নিকট থেকে বকেয়া ভাড়া আদায় করা সম্ভব হচ্ছিল না বরং কর্পোরেশনের ক্ষতি হচ্ছে বিধায় উকিলের পরামর্শে আইন বিভাগ থেকে মামলা বাদ দেয়া হয়েছিল। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইন্ডিপেনডেন্ট ট্রেড, সাধারণ বীমা সদন (২য় তলা-উত্তর) ১০২, আশ্রাবাদ, বা/এ, চট্টগ্রাম এর বিষয়ে অফিস ফ্লোর ভাড়া চুক্তি নবায়ন না করে বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের পূর্বে নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে নোটিশ ইস্যু করার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৪ দ্রষ্টব্য)।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বকেয়া ভাড়া বাবদ বিপুল অঙ্কের অর্থ আদায় না হওয়ার কারণে কর্পোরেশন আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে চুক্তি অনুযায়ী বকেয়া ভাড়া আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশ লক্ষ্যন করে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মূল বেতনের সাথে দুটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে পেনশন প্রদান করায় ২২,৬৬,৩৫০ (বাইশ লক্ষ ছেষাটি হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং অর্থ বিভাগের নির্দেশ লক্ষ্যন করে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মূল বেতনের সাথে দুটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে পেনশন প্রদান করায় ২২,৬৬,৩৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় এর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিআইএ ডিগ্রি প্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তাকে অবসর গ্রহণোত্তর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মূল বেতনের সাথে দুটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে বেতন নির্ধারণপূর্বক চূড়ান্ত পেনশন প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে জারিকৃত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ-২০১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বেতন ভাতা প্রাপ্য। এ আদেশে ডিপ্লোমা পাশের জন্য কোন অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদানের বিধান নেই।

অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং- ৫৩.০০.০০০০.২২১.৫৩.০০৩.১৬, তারিখ: ০৪/০৮/২০১৬ খ্রি. এ বিশেষ ইনক্রিমেন্ট বাবদ উত্তোলিত অর্থ/সুবিধা প্রদানের সুযোগ না থাকায় অর্থ বিভাগের অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এ বাবদ অতিরিক্ত যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং বিশেষ ইনক্রিমেন্ট বাবদ গৃহীত অর্থ কিস্তি করে আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের নির্দেশ উপেক্ষা করে মূল বেতনের সাথে অতিরিক্ত দুটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করে বেতন নির্ধারণপূর্বক চূড়ান্ত পেনশন পরিশোধ করা হয়েছে; যা কোনো ভাবেই পেনশনারগণ প্রাপ্য নয়। ফলশ্রুতিতে কর্পোরেশনের ২২,৬৬,৩৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫)।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নং-৫৩.০০.০০০০.২২১.৫৩.০০৩.১৬; তারিখ : ০৪/০৮/২০১৬ খ্রি. এর লক্ষ্যন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কর্পোরেশনের কর্মচারী প্রবিধানমালা-১৯৯২ এর ১১(৪) ধারা অনুযায়ী প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য অথবা সংশ্লিষ্ট পেশাগত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে কর্পোরেশন কোন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুটি বিশেষ বেতন মঞ্জুর করতে পারবেন। কর্পোরেশনে গত ২৭/১০/১৯৯২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪৬তম বোর্ড সভায় পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের তারিখ হতে দুটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৬/০৯/২০০৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭৭তম বোর্ড সভায় অনাকাঙ্ক্ষিত বেতন বৈষম্য দূরীকরণার্থে সমগ্র চাকরি জীবনে পদোন্নতি/নতুন পে-স্কেল যে কোন ধরনের বেতন বাস্তবায়নকালে উক্ত দুইটি বিশেষ বেতন বৃদ্ধি সম্পূর্ণ আলাদা রেখে মূল বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বাস্তবায়ন করে পরবর্তীত মূল বেতনের সাথে বর্তমান বেতন স্কেল ও ধাপ অনুযায়ী উক্ত দুটি বিশেষ বেতন বৃদ্ধি যোগ করে পেশাগত ডিগ্রিধারীর মূল বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশ অমান্য করে অবসর প্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার মূল বেতনের সাথে অতিরিক্ত দুটি ইনক্রিমেন্ট যোগ করে সকল আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অবসরপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার গৃহীত ইনক্রিমেন্ট বাদ দিয়ে নতুন করে চূড়ান্ত পেনশন নির্ধারণ এবং পরিশোধকৃত অতিরিক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : বিদেশি পুনঃবীমাকারী কোম্পানির নিকট হতে পাওনা আদায় না করায় ১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮ (একশত পনেরো কোটি ঊনসত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত আটানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিদেশি পুনঃবীমাকারী কোম্পানির নিকট হতে পাওনা আদায় না করায় ১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর পুনঃবীমার এক্সএল ড্রিটি, সারপ্লাস ড্রিটি, Balance Due To Due From Bodies of Outward Business (৩১/১২/২০১৯ খ্রি.) সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে ফায়ার (এল সি) সারপ্লাস বাবদ ১৩,৭০,৪৯,৬৫৬ টাকা; ফায়ার (এফ সি) ফ্যাকঃ বাবদ ৬৫,৭৬,৯৯,৭৩৪ টাকা; মেরিন কার্গো (এফ সি) সারপ্লাস বাবদ ১,১৮,০৮,৪১২ টাকা; মেরিন হাল (ফ্যাকঃ) বাবদ ১৫,০০,৯৯,৮৩০ টাকা; মেরিন হাল (এক্সএল) বাবদ ৬,৭৩,৫০,৪৫৮ টাকা; বিবিধ (দুঘটনা) এক্সএল বাবদ ৩৯,১১,০৪৬ টাকা; মটর ভেইকেল এক্স এল বাবদ ১,৭৬,২৫,৬৩১ টাকা; জিএ ক্রেইম এসও ফি এবং সার্ভে ফি বাবদ ৭,৬৫,২৪,৩৮৮ টাকা; প্রিমিয়াম রিজার্ভ উইথহেল্ড/রিফান্ড বাবদ ৩,৪৯,০৮,২৪৩ টাকাসহ সর্বমোট ১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮ টাকা আদায় হয়নি। উল্লিখিত খাতসমূহ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত পুনঃবীমাকারীগণ হতে পাওনা আদায় না করায় ১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)।

অনিয়মের কারণ :

পাওনা টাকা আদায়ের বিষয়ে জবাবদিহিতা কিংবা দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর বকেয়া টাকা আদায়ে ইতোমধ্যে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। বিদেশি পুনঃবীমা কোম্পানি/ব্রোকারকে পাওনা পরিশোধ করার জন্য তাগিদ/ই-মেইল দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, ২০২১ খ্রি. বছরের সমাপনী হিসাব বিবরণীতে সাবীকের পাওনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং রিকভারি যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। পাওনা টাকা আদায়ের বিষয়ে জবাবদিহিতা কিংবা দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকায় এবং পাওনা আদায়ের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় উক্ত অনিয়মের সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

পাওনা টাকা আদায় না করার বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন এবং সার্ভেয়ার রিপোর্ট ব্যতীত অগ্নি পুনঃবীমা দাবি অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৳,৩১,৬০,৩০৭ (আট কোটি একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার তিনশত সাত) টাকা ।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন এবং সার্ভেয়ার রিপোর্ট ব্যতীত অগ্নি পুনঃবীমা দাবি অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ৳,৩১,৬০,৩০৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অগ্নি পুনঃবীমার নথিপত্র ও ইস্যুরেস কাভার নোট যাচাইকালে দেখা যায় যে, মেসার্স জজ ভূঁইয়া টেক্সটাইল মিলস এর অনুকূলে বীমাকারী মেসার্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইস্যুরেন্স কোং লিমিটেড কর্তৃক বীমা পত্র নং - BNIC/HO/FP-0132/08/2014, তারিখ : ০৫/০৮/২০১৪ খ্রি. মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণ করে বীমাপত্র ইস্যু করা হয় এবং সাধারণ বীমার সাথে সেশন নং- 049/2014(2nd Qtr-2014) এর আওতায় পুনঃবীমা করা হয়। বীমাকারী পুনঃবীমা প্রিমিয়াম বাবদ ২৮,২৪,৩৮৬ টাকা পরিশোধ করেন।

বিগত ১৪/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখে তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচ্য দাবিটির উদ্ভব হয়। হিসাবকারীর পক্ষ হতে থানায় সাধারণ ডাইরি করা হয়। যার ডাইরি নং ৯৩৯ তারিখ : ১৫/১১/২০১৪। জজ ভূঁইয়া টেক্সটাইল মিলস এর প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা তার বক্তব্যে জানান যে, জজ ভূঁইয়া টেক্সটাইল মিলস এর নওপাড়াস্থ গোড়াউনে রক্ষিত সর্বমোট ২০০০ (দুই হাজার) মেট্রিক টন কাঁচা তুলা যার আনুমানিক মূল্য ৩২,০০,০০,০০০ (বত্রিশ কোটি) টাকা এবং গত ১৪/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখ আনুমানিক রাত ৮.০০ টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। কিন্তু কিভাবে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয় তার বক্তব্যে তিনি তা উল্লেখ করেননি। গোড়াউন ইনচার্জ তার লিখিত প্রত্যয়নে বলেন গত ১৪/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখ আনুমানিক রাত ৮.০০ টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে উক্ত অগ্নিকান্ডে গোড়াউনে রক্ষিত সর্বমোট ২০০০(দুই হাজার) মেট্রিক টন কাঁচা তুলার ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয়। কিভাবে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয় তিনিও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেননি।

ফায়ার ব্রিগেডের রিপোর্ট বলা হয় ফর্ক লিফট এর সাইলে সার পাইপ হতে নির্গত অগ্নি স্ফুলিং এর মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত এবং চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয় Misfire from Fork Lift এর মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত। Reinsurance Cover note no. SBC/FIRE/BNICL/01/2014, Date : 15/06/2014 মোতাবেক সারপ্লাস ড্রিটির Warranty clause-f এর শর্তানুযায়ী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে (অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে ১৪/১১/২০১৪ খ্রি.) জরিপকারী প্রতিষ্ঠান সিটি ইন্সপেকশন সার্ভিসেস এবং তিস্তা সার্ভেয়র্স কর্তৃক চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা থাকলেও তা না করে সূত্র নং- Report#CIS/TS/Agro-61/2014/58, তারিখ : ১২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৬০ দিনের স্থলে ১ বছর ৩ মাস ২৮ দিন পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১ বছর ৩ মাস ২৮ দিন অতিরিক্ত সময় নেয়া হলেও উক্ত বিলম্বের বিষয়ে প্রতিবেদনে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

জেনারেল রেটিং কমিটির সার্কুলার নং- F-81/2006 Dated : 17/04/2006 এর ক্রমিক (d) অনুযায়ী All projects valued tk-5 crore and above must be surveyed by well reported surveyors. Recommendations of surveyors for improvement of the risk must be complied within 3(three) months. রেটিং কমিটির সার্কুলার এর শর্তানুযায়ী পলিসি ইস্যুর পূর্বে সার্ভেয়ার কর্তৃক Pre Inspection Report/Property Assessment /Valuation Report ছাড়া দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের পত্র নং-SBC/HO/RI/FIRE-216/2014, তারিখ : ০৩/১২/২০১৪ খ্রি. মোতাবেক মেসার্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইস্যুরেন্স কোং লিমিটেডকে বীমা গ্রহীতা কর্তৃক ক্ষতি অবহিতকরণ পত্র এবং প্রাথমিক জরিপ রিপোর্ট চাওয়া হয়। কিন্তু উক্ত ক্ষতি অবহিতকরণ পত্র ও প্রতিবেদন ছাড়া বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়। এছাড়া নথিপত্র যাচাইকালে

দেখা যায়, ফ্যাকালটেটিভ অংশের প্রিমিয়াম নগদে পাওয়া গেছে কিন্তু কনফার্ম ফ্যাকালটেটিভ স্লিপ এর কপি, ফ্যাকালটেটিভ পেমেন্ট এডভাইজড, একাউন্টস স্টেটমেন্ট এবং পেমেন্ট অব ফ্যাকঃ চেক নথিতে পাওয়া যায়নি, ফ্যাকালটেটিভ স্লিপ এর রিসিভিং ডেসপাস রেজিস্ট্রারে পাওয়া যায়নি। উক্ত দাবির বিপরীতে বিদেশী পুনঃবীমাকারীদের নিকট থেকে XL treaty এর আওতায় আদায়যোগ্য ২,৩১,৬০,৩০৭ টাকা। কিন্তু উক্ত টাকা আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তারপর ও গ্রাহককে রি-ইস্যুরেন্স এর ৮,৩১,৬০,৩০৭ টাকা দাবি পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭)।

অনিয়মের কারণ :

জেনারেল রেটিং কমিটির সার্কুলার নং- F-81/2006 Dated : 17/04/2006 এর ক্রমিক (d), কর্পোরেশনের পত্র নং SBC/HO/RI/FIRE-216/2014, তারিখ: ০৩/১২/২০১৪ এর ব্যত্যয় ও Warranty Clause-f এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর পরই থানায় জিডি করা হয়। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তার পক্ষে ক্ষতির কারণ নির্ণয় করা অনুমান করা সম্ভব নয়। যার কারণে জিডি বা গোডাউন ইনচার্জ এর বক্তব্যে ক্ষতির কারণ উল্লেখ নেই। ক্ষতির পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত জরিপ এবং সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের পর ক্ষতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। পুনঃবীমা ওয়ারেন্ট ক্লজ- জি অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাসময়ে দাখিল না করায় জরিপকারীর জরিপ প্রতিবেদন কাজে বিলম্ব ঘটে। সর্বোপরি প্রতিবেদন বিলম্বে দাখিলের কারণে ক্ষতির অক্ষে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কাজেই গ্রাহকের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়নি। অগ্নি দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রি-ইন্সপেকশন রিপোর্ট মুখ্য দলিল নয়। ফ্যাকালটেটিভ স্লিপ অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক কনফার্ম করা হয়েছে যার স্লিপ এবং অন্যান্য ডকুমেন্টস এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ চেক লিস্ট অনুযায়ী ফায়ার বিগ্রেড রিপোর্ট প্রযোজ্য হলেও তা ব্যতিরেকে এবং Warranty clause –g অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে অগ্নি পুনঃবীমা দাবি নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও তা করা হয়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

উক্ত ক্ষতির ব্যাপারে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক অগ্নি পুনঃবীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করায় ১২,২৬,৮৭,৮২৫ (বারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পঁচিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক অগ্নি পুনঃবীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করায় ১২,২৬,৮৭,৮২৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অগ্নি পুনঃবীমার নথি ও কাভার নোট নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইসলামী কমার্শিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ১২/১১/১৭ খ্রি. তারিখে আইয়ান জুট মিলস লিমিটেড, খুলনা এর পক্ষে SURPLUS TREATY হিসেবে ৪০,০০,০০,০০০ টাকার অগ্নি পুনঃবীমা গ্রহণ করেন। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ইসলামী কমার্শিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হন।

রি-ইন্স্যুরেন্স এর কাভার নোট এর শর্ত নং জি তে বলা আছে যে, অগ্নিকাণ্ডের ১৫ দিন পর প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং ৯০ দিন পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে ৯ মাস পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন কর্পোরেশন এর নিকট জমা করেন। এক্ষেত্রে ৬ মাস অতিরিক্ত সময় নেয়া হলেও উক্ত বিলম্বের বিষয়ে প্রতিবেদনে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত REINSURANCE Cover No.SBC/FIRE/ICL/01/2017 Date : 07/08/2017 চুক্তি অনুযায়ী ইসলামী কমার্শিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড চুক্তিকালীন সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৪৩,৯২,৫০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করেন। উক্ত টাকার মধ্যে ১০,০০,০০০ টাকা আইয়ান জুট মিলস প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধ করেন।

সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরী এবং কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও ২৭/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ভোর ৬:৩০ টায় ২ নং পাটের (তালাবদ্ধ অবস্থায়) গুদামের দক্ষিণ কর্ণারে ভেতরে আগুন লেগে যায়। যার কারণ ফায়ার সার্ভিস এবং সার্ভেয়ার কর্তৃক অজানা বলে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। আরো উল্লেখ্য যে ২ নং গুদাম হতে ৩ নং গুদামের দূরত্ব ৩০ ফিট বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। গুদামজাতকৃত পাট স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেও ক্রয়ের কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আনুমানিক মূল্য ধরে মোট ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও গুদামে মজুদকৃত মালামালের স্টক রিপোর্ট প্রতি মাসের শেষ দিন (জুলাই হতে নভেম্বর পর্যন্ত) ব্যাংকে প্রদান করলেও ডিসেম্বর মাসের রিপোর্ট আগুন লাগার একদিন পূর্বে অর্থাৎ ২৬/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ব্যাংকে উপস্থাপন করেন।

জনাব মোঃ এনামুল করিম, ডেপুটি ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, পুনঃবীমা অগ্নি বিভাগ, ঢাকা এর ২৬/০২/২০১৮ খ্রি. পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রাপ্ত স্টক রেজিস্ট্রার এর তথ্য মতে অগ্নি কাণ্ডের পূর্বে গোড়াইন দুটিতে যথাক্রমে ২,৯৮,০১০.০৬০ মণ ও ২,৪৮.০৩৭.১৭৫ মণ পাট মজুদ ছিল, যা সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। অডিট টীম কর্তৃক পরিদর্শনকালে ছাইয়ের স্তুপ অপরিপাক মনে হওয়ায় এ বিষয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা হয়। জবাবে তিনি বলেন পুড়ে যাওয়া ছাই প্রতিষ্ঠানের পিছনে পুকুরে ফেলা হয়েছে এবং দুঘন্টার পর বালু দিয়ে ভরাট করায় ছাইয়ের স্তুপ এর একটি বিরাট অংশ বালুর নিচে ছাপা পড়েছে।

গ্রাহককে রি-ইন্স্যুরেন্স এর ১২,২৬,৮৭,৮২৫ টাকা দাবি পরিশোধ করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮)।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তিপত্রের শর্ত নং জি এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য ক্ষতিটি অগ্নিকান্ডে সংঘটিত হয়েছে। জরিপ প্রতিবেদন ও ফায়ার রিপোর্টে অগ্নিকান্ডের কারণ অজানা উল্লেখ করেছেন যেটা Accidental Fire এর পর্যায়ভুক্ত। অগ্নিকান্ডের সময় এবং নিকটবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে এবং খুব সহজে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। গুদামজাতকৃত পাটের ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি নথিভুক্ত আছে এবং স্টক রেজিস্টার, মালামাল ক্রয়ের রশিদ, বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত বাজারদর অনুযায়ী জরিপকারী কর্তৃক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। মজুতকৃত মালামালের স্টক রিপোর্ট প্রদত্ত মাসের শেষে প্রদান করা হয়ে থাকে কিন্তু অগ্নিকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অগ্নিকান্ড সংঘটনের তারিখের পূর্ববর্তী দিনের স্টক পজিশন চেয়ে থাকে যা পরবর্তীতে ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে। পুনঃবীমা চুক্তি জি অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন দাখিল করার কথা থাকলেও বীমা গ্রহীতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিপত্রাদি যথাসময়ে দাখিল করতে না পারার কারণে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব ঘটে। বিলম্বে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের কারণে ক্ষতির অঙ্কে কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনি। জরিপ প্রতিবেদন এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রের ভিত্তিতেই দাবিটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সংঘটিত অগ্নিকান্ডের বিষয়টি অজানা। গুদামজাতকৃত পাট স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেও ক্রয়ের সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি/চালান নথিতে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও জরিপ প্রতিবেদন ৯০ দিনের মধ্যে দাখিল না করার পরও দাবিটি পরিশোধ করা হয়েছে। পরিদর্শনের পূর্বে পাটের ছাই পুকুরে ফেলে বালু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ফলে প্রতিবেদন সম্পূর্ণ হয়নি। যে পরিমাণ পাট গুদামে মজুদ আছে বলে স্টক রেজিস্ট্রারে উল্লেখ করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মের সাথে জড়িত সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : গ্রাহক কর্তৃক বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করায় ৯১,৭১,২০৮ (একানব্বই লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত আট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম জোন অফিস এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করায় ৯১,৭১,২০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম এর বীমা গ্রাহক বিসিআইসি এর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম এর বীমা দাবি পরিশোধ সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি নিরীক্ষা করে দেখা যায়, উক্ত বীমা গ্রাহক ওপেন পলিসির আওতায় মরক্কো হতে M.V SHARPNESS জাহাজে করে ৩৩,০০০ টন রক ফসফেট আমদানি করে। উক্ত ওপেন পলিসির বিপরীতে প্রাপ্ত শিপমেন্ট বিবরণীর ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য নৌ-বীমা বুকির আওতায় আনার লক্ষ্যে সাবীক, চট্টগ্রাম কর্তৃক ০১(এক) সেট নৌ বীমা প্রিমিয়াম বিল বীমা গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হয়। ওপেন পলিসির ৩ নং শর্তে উল্লেখ আছে “It is a condition of the policy that each and every shipment without any exception falling within the scope of the policy must be declared in scription by the insured and their overseas suppliers/agents before the shipment or immediately thereafter enclosing therewith a copy of each bill of landing and invoice/airway bill etc. , to Sadharan Bima Corporation, Zonal Office, 24-25, Dilkusha C/A, Dhaka, Bangladesh (FAX NO. 880-2-9552351) for insurance of premium bill/certificate. In all cases the shipment advice enclosing therewith copy of B/L and Invoice/Airway bill etc. must reach Sadharan Bima Corporation at the above address before of the vessel at destination.” উক্ত শর্ত মোতাবেক দলিলাদি প্রেরণ করা হলে অত্র জোন কর্তৃক প্রিমিয়াম বিল ১৪/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা সত্ত্বেও মেসার্স টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড যথাসময়ে প্রিমিয়াম বিল পরিশোধ না করাতে বীমাপত্র ইস্যু করা হয়নি। কিন্তু ওপেন পলিসির আওতাভুক্ত বীমাকৃত পণ্য ১৪/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে কর্ণফুলী নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীমা গ্রাহক কর্তৃক প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়নি। পরবর্তীতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বীমা গ্রাহক নৌ-বীমা প্রিমিয়াম বাবদ একটি চেক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম এ প্রেরণ করে।

কিন্তু প্রিমিয়াম পরিশোধের পূর্বে দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমদানিকৃত রক ফসফেট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঘটনাত্তোর প্রিমিয়াম বিল গ্রহণপূর্বক বীমাপত্র ইস্যু করার আর কোন সুযোগ নেই বিধায় সাবীক, চট্টগ্রাম কর্তৃক উক্ত চেকটি বীমা গ্রাহককে ২১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও বীমা গ্রাহকের দাবির প্রেক্ষিতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ২৫ দিন পর প্রিমিয়াম গ্রহণপূর্বক নৌ-কার্গো দাবি বাবদ ৯১,৭১,২০৮ টাকা পরিশোধ করার জন্য সাবীক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা অনুমোদন প্রদান করে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য নৌ-বীমা বুকির আওতায় না থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

ওপেন পলিসির ৩নং শর্তানুযায়ী দলিলাদি প্রেরণ করলেও সাবীক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত প্রিমিয়াম বিল অনুযায়ী যথাসময়ে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে পলিসি সার্টিফিকেট গ্রহণ না করায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর গ্রাহককে বীমা দাবি পরিশোধ করার সুযোগ থাকে না। তা সত্ত্বেও সাবীক কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রিমিয়াম গ্রহণকরত নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করায় ক্ষতি ৯১,৭১,২০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯)।

অনিয়মের কারণ :

ওপেন পলিসির ৩ নং শর্তের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জবাবে জানানো হয় যে, অত্র কর্পোরেশন হতে সঠিক সময়ে প্রিমিয়াম বিল প্রেরণ করার পরেও (১৪/১১/২০১৬) যথাসময়ে প্রিমিয়াম বিল পরিশোধ না করাতে বীমাপত্র ইস্যু না করার বিষয়টি বীমা গ্রহীতাকে অবহিত করা হয়। পরবর্তী বীমা গ্রহীতা প্রিমিয়াম বিল পরিশোধে বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রিমিয়াম বিল গ্রহণ করে বীমা গ্রহীতাকে নৌ বীমাপত্র ইস্যু করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রিমিয়াম গ্রহণপূর্বক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে। বীমা দ্বারা আবৃত না থাকাকালীন সময়ের দুর্ঘটনার জন্য বীমা দাবি পরিশোধ করে কর্পোরেশনের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অবিলম্বে বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণকরত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় না হওয়ায় ১,০৫,১৫,২১৪ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ পনেরো হাজার দুইশত চৌদ্দ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় না হওয়ায় ১,০৫,১৫,২১৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত নথি এবং আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২৮ (আটাশ) কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় হচ্ছে না। ৩১/১২/২০১১ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এ ২৮ জন ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে কর্পোরেশন ঋণের কোন কিস্তি আদায় করতে পারেনি। ঋণ গ্রহীতাদের কেউ লিয়েনে, কেউ বরখাস্ত, কেউ চাকুরি হতে বিভিন্ন সময়ে অবসর ও ইস্তফা গ্রহণ করেছেন। এরপরও ঋণ আদায়/সমন্বয়ের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা ২০০৫ (সংশোধিত) ক্রমিক নং ১৬ এর ধারা ১৮(১) অনুযায়ী ঋণ গ্রহণকারী কর্মচারীর নিকট হতে গৃহিত অগ্রিমের টাকা ঋণ গ্রহণকালীন প্রাপ্য বাড়ী ভাড়ার সমপরিমাণ অংকে সম কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। চাকুরীকালীন মেয়াদে কোন কর্মচারীর গৃহিত অগ্রিমের আসল ও সুদ না হলে অপরিশোধিত অবশিষ্ট অগ্রিম ও সুদ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত হিসাবের সহিত সমন্বয় করতে হবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমুদয় অগ্রিম ও সুদের বকেয়া প্রাপ্তব্য অবসর সময়ের যাবতীয় আর্থিক সুবিধার সাথে সমন্বিত না হলে উক্ত প্রাপ্তব্যের সর্বোচ্চ শতকরা ৮০ ভাগ অগ্রিম প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত ধারা লঙ্ঘনের ফলে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ঋণের আসল ৩৩,৭৬,৩১৮ টাকা এবং সুদ ৭১,৩৮,৮৯৬ টাকাসহ সর্বমোট (৩৩,৭৬,৩১৮ + ৭১,৩৮,৮৯৬) টাকা বা ১,০৫,১৫,২১৪ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ পনেরো হাজার দুইশত চৌদ্দ) টাকা দীর্ঘদিন যাবত অনাদায় রয়েছে; যা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০)।

অনিয়মের কারণ :

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা ২০০৫ (সংশোধিত) ক্রমিক নং ১৬ এর ধারা ১৮(১) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় না হওয়ায় কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যা মোটেই কাম্য নয়।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

গৃহ নির্মাণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হতে আদায় করে কর্পোরেশনে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না হওয়ায় ৮,৬০,৬০,০৮৩ (আট কোটি ষাট লক্ষ ষাট হাজার তিরিশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা জোনের ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না হওয়ায় ৮,৬০,৬০,০৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা জোন এর ড্রায়াল ব্যালেন্স ও অগ্রিম রেজিস্ট্রার, চূড়ান্ত হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় বিবিধ অগ্রিম খাতে ৭২,৯৮,৫৬৬ টাকা, মটরসাইকেল অগ্রিম খাতে ২,৫৫,৬৯,৩৩৫ টাকা, চিকিৎসা অগ্রিম খাতে ৫,৮৫,৩৯৬ টাকা, ক্রয় অগ্রিম খাতে ১৭,৭৪,৭৪৮ টাকা, ভ্রমণ অগ্রিম খাতে ৯,০৯,৮১২ টাকা, আইন খরচ অগ্রিম খাতে ১,৩৩,১৩৫ টাকা, অফিস ভাড়া অগ্রিম খাতে ৮৫,৩৩,০৬২ টাকা, বেতন অগ্রিম খাতে ৩৬,৫৮,০৮৬ টাকা, বেতন আয়কর অগ্রিম খাতে ৬,৪৭,৮৮৫ টাকা, সাধারণ বীমা কর্মচারী ইউনিয়ন খাতে ২,৬৪,৬৬০ টাকা, এমপ্লয়ীজ পিএফ খাতে ৩,৩৩,৬২,৭৮২ টাকাসহ মোট ৮,২৭,৩৭,৪৬৭ টাকা এবং ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে আইন খরচ বাবদ (৫,৮৮,১০০+ ১৪,৬৫,১০০) টাকাসহ মোট (৮,২৭,৩৭,৪৬৭+২০,৫৩,২০০) টাকা বা ৮,৪৭,৯০,৬৬৭ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা জোন এর বেতন খাত হতে যথাক্রমে ৯,৮০,৭৫০ টাকা, বিবিধ খাত হতে ২,৩৭,৪৫০ টাকা এবং ক্রয় খাত হতে ৫০,৮৬৬ টাকা অর্থাৎ মোট (৯,৮১,১০০+২,৩৭,৪৫০+৫০,৮৬৬) টাকা বা ১২,৬৯,৪১৬ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা জোন এ প্রদত্ত অগ্রিম আদায়/সমন্বয় না করে সর্বমোট (৮,৪৭,৯০,৬৬৭+১২,৬৯,৪১৬) টাকা বা ৮,৬০,৬০,০৮৩ টাকা অনাদায়ি/অসমন্বিত রয়েছে। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর ক্রমিক নং- ৩৮ এর (ঙ) তে বলা হয়েছে যে, অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকান্ড সম্পাদনের ০২ (দুই) মাসের মধ্যে অথবা অর্থবছরের ৩০শে জুনের মধ্যে সকল অগ্রিম সমন্বয় করতে হবে।

কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে বিবিধ অগ্রিম ও ক্রয় অগ্রিম বাবদ অগ্রিমের টাকা গৃহীত বছরের মধ্যে আদায়/সমন্বয়ের বিধান থাকলেও আদায়/সমন্বয় করা হয়নি ফলে অগ্রিমের টাকা দীর্ঘ দিন ধরে অনাদায়ি রয়েছে। যে কারণে অগ্রিমের টাকা প্রদান করা হয়েছে আদৌ উক্ত টাকা ব্যয় হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন মনিটরিং কিংবা জবাবদিহিতা পরিলক্ষিত হয়নি। অগ্রিমের টাকা আদায়ের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১)।

অনিয়মের কারণ :

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৫ এর ক্রমিক নং- ৩৮ এর (ঙ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর জবাব পাওয়া যায়নি। ঢাকা জোন জবাবে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন সময় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বেতন অগ্রিম, ক্রয় খাত ও বিবিধ খাতে অগ্রিম হিসাবে অত্র জোন হিসাবে ডেবিট করার ফলে সিডিউলে উল্লিখিত হিসাব বড় অঙ্কের হয়ে গিয়েছে। যা নিয়মিত সংশ্লিষ্টদের বেতন হতে কর্তন করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কারণে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। অগ্রিমগুলো দীর্ঘদিন যাবত অসমন্বিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কর্পোরেশনের অগ্রিম দীর্ঘদিন যাবত অসমন্বিত রেখে এর আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

যে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দীর্ঘদিনের অগ্রিম আদায় বা সমন্বয়ের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দ্রুত টাকা আদায় কিংবা সমন্বয় করে কর্পোরেশনে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় ৮,৮৬,১৪,১৭১ (আট কোটি ছিয়াশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে অনিয়মিতভাবে লাঞ্চ সাবসিডি পরিশোধ করায় ৮,৮৬,১৪,১৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর আর্থিক বিবরণী যাচাইকালে দেখা যায় যে, কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণকে লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ প্রতিদিনের জন্য ২০০ টাকা প্রদান করে আসছে। জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২১ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে টিফিন ভাতা প্রাপ্য হবেন। যে সকল কর্মচারী তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে লাঞ্চ ভাতা বা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান, তাদের জন্য উক্ত টিফিন ভাতা প্রযোজ্য হবেনা। অর্থাৎ তারা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১১তম স্কেল হতে ২০তম স্কেলের কর্মচারীগণ লাঞ্চ সাবসিডি প্রাপ্য।

কিন্তু ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণ কোন ভাবেই লাঞ্চ ভাতা বা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন এবং দৈনিক ভিত্তিতে উক্ত ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন লাঞ্চ সাবসিডি বাবদ ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণকে অর্থ প্রদান করায় জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং-২১ লঙ্ঘিত হয়েছে এবং কর্পোরেশনের ৮,৮৬,১৪,১৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২)।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং- ২১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বীমা শাখা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিভাগ এর সূত্র নং- ৫৩.০০৫.০২০.০০.০৫০.২০০৯-০৯ তারিখ: ২৯/০১/২০১২ খ্রি. মোতাবেক বাজেট অনুমোদন করা হলে লাঞ্চ ভাতা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় লাঞ্চ ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি ৫২৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্যদ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দৈনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে ২০০ টাকা হারে লাঞ্চ ভাতা প্রদান করে এবং যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বাজেটের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে কমদিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রদান করা হয়ে আসছে। উল্লেখ্য লাঞ্চ ভাতা প্রদানের পরে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণদেরকে নির্ধারিত হারে টিফিন ভাতা প্রদান করা হয় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ কারণ জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২১ অনুযায়ী ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ টাকা হারে টিফিন ভাতা প্রাপ্য হবেন। কিন্তু ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণ কোন ভাবেই লাঞ্চ ভাতা বা টিফিন ভাতা প্রাপ্য নন এবং দৈনিক ভিত্তিতে উক্ত ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ নং ২১ অনুযায়ী ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীগণের লাঞ্চ ভাতা বা টিফিন ভাতা বন্ধকরত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ১২,৩৮,৯৮,৪৭৭ (বারো কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত সাতাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ১২,৩৮,৯৮,৪৭৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর উৎসাহ বোনাস সংক্রান্ত ক্যাশবহি, বোনাস সীট, বেতন বিল রেজিস্ট্রার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৮ এবং ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যথাক্রমে ৬,১৬,৮৮,৫২৬.৭৭ টাকা এবং ৬,২২,০৯,৯৫০.৭০ টাকাসহ সর্বমোট ১২,৩৮,৯৮,৪৭৭.৪৭ টাকা অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং-৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩; তারিখ: ২৩/০১/২০১৩ খ্রি: অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত SOCB এর সাথে সম্পাদিত Memorandum Of Understanding (MOU) পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে সে আলোকে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সমতা ভিত্তিক হারে উৎসাহ বোনাস প্রদান করতে হবে। কিন্তু সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এ ধরনের নীতিমালা ব্যতিরেকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের ১২,৩৮,৯৮,৪৭৭ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩)।

অনিয়মের কারণ :

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং- ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩; তারিখ: ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-১২৪/২০১৮ তারিখ : ০৪/০৭/২০১৮ মোতাবেক কর্পোরেশনে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে ২.৫% হারে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর স্মারক নং- ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯.১০৩.২০১২/৫৩; তারিখ : ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে যা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রেরণের জন্য ০৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পত্র জারি করা হয়। কিন্তু জবাব না পাওয়ায় ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রদত্ত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ : ২৬.১২.১৪
২৬.১২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ



মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

অনুচ্ছেদ : ০১

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

[illegible]

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০২

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোন, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : নগদ তহবিল ও ইন্স্যুরেন্স স্ট্যাম্প তহরূপ করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	সাল	বিবরণ	জোন এর নাম	টাকা
১	২	৩	৪	৫
০১	১৯৮১	প্রিমিয়াম তহরূপ	ঢাকা জোনস্থ ০৫ নং শাখা	২,১৫,৭৬৫
০২	১৯৯৩	প্রিমিয়াম তহরূপ	ঢাকা জোনস্থ ১১ নং শাখা	৭,৬০,৬৩২
০৩	১৯৯৩	স্ট্যাম্প তহরূপ	ঢাকা জোনস্থ নৌ-দায় বিভাগ	১২,৩৩,৩২৭
০৪	১৯৮৩ হতে ১৯৮৫ এবং তৎপরবর্তী	স্ট্যাম্প তহরূপ	ঢাকা জোন	১২,৮৪,৪৭৩
			সর্বমোট	৩৪,৯৪,১৯৭
		(কথায় : চৌত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)।		

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ লঙ্ঘন করে ডিপ্লোমাদারীদেরকে প্রতি বছর মূল বেতনের সাথে দুটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
০১	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	৯৩ জন	৩,৩৬,০৫,০০০
০২	ঢাকা জোন, ঢাকা	৭৭ জন	১,৬৮,০৭,৭৩৮
০৩	নারায়নগঞ্জ জোন	০৪ জন	১৩,৫৯,০৯৬
০৪	ময়মনসিংহ জোন	০৩ জন	৯,৮২,৭১৫
০৫	চট্টগ্রাম জোন	১১ জন	১৪,৫৯,৭২২
০৬	কুমিল্লা জোন	০২ জন	২,২৩,৪২২
০৭	সিলেট জোন	০৪ জন	৪,৪৩,৩৮৮
০৮	রাজশাহী জোন	০৫ জন	১,৩৫,৬১২
সর্বমোট			৫,৫০,১৬,৬৯৩
(কথায় : পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত তিরানব্বই টাকা মাত্র)।			

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	ভাড়াকৃত ভবনসমূহের নাম	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	সাধারণ বীমা ভবন-১, ঢাকা	--	
০২	সাধারণ বীমা ভবন-২, ঢাকা	২,৯২,৫০,১৯৭	
০৩	সাধারণ বীমা সদন, ঢাকা	৪,২০,৭৫,২০৯.৬২	
০৪	সাধারণ বীমা টাওয়ার, ঢাকা	১,৯৫,৫৬,৭৫৬	
-	উপমোট (১)	৯,০৮,৮২,১৬২.৬২	
-	আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম	---	
০৫	সাধারণ বীমা ভবন, চৌমুহনী	২৯,৩৬,৮২১.৫৫	
০৬	সাধারণ বীমা সদন, আগ্রাবাদ	২২,৮০,৭৬৫.১৯	
-	উপমোট (২)	৫২,১৭,৫৮৬.৭৪	
	সর্বমোট	৯,৬০,৯৯,৭৪৯.৩৬	
(কথায় : নয় কোটি ষাট লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত ঊনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)।			

অনুচ্ছেদ : ০৫

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী	অর্থ বছর	মূল বেতন	গৃহীত বিশেষ বেতন	বিশেষ বেতনের উপর গৃহীত ৪০% বাড়ী ভাড়া	উৎসাহ বোনাস	২.৫ বোনাস	বিশেষ বেতন হিসেবে অতিরিক্ত পেনশন	মোট অতিরিক্ত গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৮+৯)
১	জনাব মোঃ ফজলুল হক ডিজিএম(অবঃ) অবসর এর তারিখ:০১/০৭/২০	২০১৯- ২০২০	৭১৫৩০	২৬৫০+২৬৫০	২৬৫০	৫৩০০	১৩২৫০	৫,৪৮,৫৫০	৫,৯৮,১০০
		২০১৮- ২০১৯		২৫৫০+২৫৫০	২৫৫০	৫১০০	১২৭৫০		
		২০১৬- ২০১৭		২৪৫০+২৪৫০	২৪৫০	৪৯০০	১২২৫০		
		২০১৫- ২০১৬		২২৬০+২২৬০	২২৬০	৪৫২০	১১৩০০		
		উপমোট		১৯৮২০	৯৯১০	১৯৮২০	৪৯৫৫০		
২	জনাব, মোঃআব্দুল হান্নান মন্ডল জিএম (অবঃ) অবসর এর তারিখ:০১/০৮/১৫	২০১৫- ২০১৬	৭১০৫০	২৫৭০+২৫৭০	২৫৭০	৫১৪০	১২৮৫০	৫,৩১,৯৯০	৫,৪৪,৮৪০
		উপমোট		৫১৪০	২৫৭০	৫১৪০	১২৮৫০		
৩	জনাব শামসুল আলম ম্যানেজার অবসর এর তারিখ:০১/১০/১৭	২০১৭- ২০১৮	৫৩৬১০	২২১০+২২১০	২২১০	৪৪২০	১১০৫০	৪,৭৮,১৭০	৫,০৯,৯৭০
		২০১৬- ২০১৭		২১১০+২১১০	২১২০	৪২৪০	১০৬০০		
		২০১৫- ২০১৬		২০৩০+২০৩০	২০৩০	৪০৬০	১০১৫০		
		উপমোট		১২৭০০	৬৩৬০	১২৭২০	৩১৮০০		
৪	জনাব, শামীমা আজার জিএম (অবঃ) অবসর এর তারিখ:০১/০৮/১৫	২০১৭- ২০১৮	৭৬৪৯০	২৭৭০+২৭৭০	২৭৭০	৫৫৪০	১৩৮৫০	৫,৭৩,৩৯০	৬,১৩,৪৪০
		২০১৬- ২০১৭		২৬৭০+২৬৭০	২৬৭০	৫৩৪০	১৩৩৫০		
		২০১৫- ২০১৬		২৫৭০+২৫৭০	২৫৭০	৫১৪০	১২৮৫০		
		উপমোট		১৬০২০	৮০১০	১৬০২০	৪০০৫০		
		সর্বমোট							

(কথায় : বাইশ লক্ষ ছেষড়ি হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

পরিশিষ্ট : ০৬

অনুচ্ছেদ : ০৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : চুক্তি অনুযায়ী বিদেশি পুনঃবীমাকারীদের নিকট সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পাওনা আদায় না করায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	খাতের নাম	২০১৯ পঞ্জিকা বছর
১	২	৩
১	ফায়ার (এল সি) সারপ্লাস	১৩,৭০,৪৯,৬৫৬
২	ফায়ার (এফ সি) সারপ্লাস	৬৫,৭৬,৯৯,৭৩৪
৩	ফায়ার (এল সি) ফ্যাকঃ	-
৪	ফায়ার (এক্স এল)	-
৫	মেরিন কার্গো (এফ সি) সারপ্লাস	১,১৮,০৮,৪১২
৬	মেরিন হাল (ফ্যাকঃ)	১৫,০০,৯৯,৮৩০
৭	মেরিন হাল (এক্সএল)	৬,৭৩,৫০,৪৫৮
৮	বিবিধ (দুঘটনা) এক্স এল	৩৯,১১,০৪৬
৯	মটর ভেইকেল এক্স এল	১,৭৬,২৫,৬৩১
১০	জি এ ক্রেইম এস ও ফি এবং সাভে ফি	৭,৬৫,২৪,৩৮৮
১১	ইঞ্জিনিয়ার ফ্যাকঃ	-
১২	এভিয়েশন ফ্যাকঃ	-
১৩	প্রিমিয়াম রিজাভ উইথহেল্ড/রিফাভ	৩,৪৯,০৮,২৪৩
	মোট=	১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮
কথায় : (একশত পনেরো কোটি ঊনসত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত আটানব্বই টাকা মাত্র)।		

বিঃ দ্রঃ ২০১৯ পঞ্জিকা বছরে (৩১/১২/২০১৯) ১১৫,৬৯,৭৭,৩৯৮ টাকা অনাদায় রয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০৭

অনুচ্ছেদ : ০৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন এবং সার্ভেয়ার রিপোর্ট ব্যতীত অগ্নি পুনঃবীমা দাবি অনিয়মিতভাবে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ক্ষতির বিবরণী :

বীমা প্রার্থীর নাম	বীমাকারীর নাম	পুনঃ বীমাকারীর নাম	অগ্নি বীমা পলিসি নং ও তারিখ	অগ্নিপুনঃবীমা দাবি নং	বীমা পত্রের মেয়াদকাল	ক্ষতির তারিখ
১	২	৩	৫	৪	৬	৭
জজ ভূইয়া টেক্সটাইল মিলস	মেসার্স বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইস্যুরেন্স কোং লিঃ	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	BNIC/HO/FP- 0132/08/2014, তারিখ: ৫/০৮/২০১৪ খ্রি.	SBC/HO/RI/FIRE- 216/2014	০৫/০৮/২০১৪ হতে ০৫/০৮/২০১৫	১৪/১১/২০১৪

ক্ষতির প্রকৃতি	বীমাকৃত টাকা	জরিপ ফি (টাকা)	জরিপ ফিসহ মোট ক্ষতি (টাকা)	বীমাকারী কর্তৃক বহনযোগ্য টাকা	সাবীক কর্তৃক বহনযোগ্য টাকা
৮	৯	১০	১১	১২	১৩= (১১-১২)
অগ্নি কান্ড	১২৪,৪১,২২,২৮০	২,২৪,৪৮০	৮,৪৮,৬৫,৬৩৯	১৭,০৫,৩৩২	৮,৩১,৬০,৩০৭
(কথায় : আট কোটি একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার তিনশত সাত টাকা মাত্র)।					

পরিশিষ্ট : ০৮

অনুচ্ছেদ : ০৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করার পূর্বক পুনঃঅগ্নিবীমা গ্রহীতাকে বীমা দাবি পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ক্ষতির বিবরণী:

বীমাকারীর নাম	বীমা গ্রহীতা	পুনঃবীমা গ্রহীতা	মেয়াদকাল
১	২	৩	৪
ইসলামী কমানিশিয়াল ইস্যুরেন্স কোম্পানী	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কে,ডিএ,এভিনিউ, খুলনা শাখা, এ/সিএম/এস আইয়ান জুট মিলস লিঃ	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১২/১১/১৭ হতে ১৮/১১/১৮ খ্রি./ অর্থাৎ ০১ বছর

পলিসি নং	পুনঃবীমা সেশন	ক্ষতির তারিখ	কর্পোরেশন এর পরিশোধিত ক্ষতির পরিমাণ	সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান
৫	৬	৭	৮	৯
ICI/KLN/IAR/ P- 0001/11/2017	409/03/2017(3 rd QTR-2017)	২৭/১২/১৭ সময়: ভোর সাড়ে ৬:৩০ ঘটিকা	১২,২৬,৮৭,৮২৫	১.মেসার্স জনতা সার্ভেয়ার্স লিঃ ২. মিডল্যান্ড সার্ভে এন্ড ইন্সপেকশন কোঃ
সর্বমোট			১২,২৬,৮৭,৮২৫	
(কথায় : বারো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পঁচিশ টাকা মাত্র)।				

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : গ্রাহক কর্তৃক বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করার বিবরণ :

বিসিআইসি এর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম মরক্কো হতে M.V SHARPNESS জাহাজ যোগে ৩৩,০০০ মেট্রিক টন রক ফসফেট চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করে, যার ওপেন পলিসি নং-DAK/LO/MP/PUB-06/2010, Endorsement No. DAK/LO/ ENDT/PUB/-32/2016। উক্ত ওপেন পলিসির বিপরীতে প্রাপ্ত শিপমেন্ট বিবরণীর ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্য নৌ-বীমা বুকের আওতায় আনার লক্ষ্যে সাবীক, চট্টগ্রাম কর্তৃক ইস্যুকৃত ভ্যাটসহ ২০,৬২,৫৯৪ টাকার ০১(এক) সেট নৌ বীমা প্রিমিয়াম বিল (সিটিজি/ডিএমএন/পাব/২৮৪/১১/২০১৬ তাং-১৪/১১/২০১৬) বীমা গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ওপেন পলিসির আওতাভুক্ত বীমাকৃত পণ্য ১৪/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীমা গ্রাহক কর্তৃক প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়নি। পরবর্তীতে দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর বীমা গ্রাহক পত্র নং-১৩২৩, তাং-১৪/১২/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে বীমা দাবি উত্থাপন এবং পত্র নং-১৩৭৩, তাং-২১/১২/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে নৌ-বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ২০,৬২,৫৯৪ টাকার একটি চেক সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জোন অফিস এ প্রেরণ করে। এর প্রেক্ষিতে সাবীক, চট্টগ্রাম অফিস টোকাপত্র নং-১ এর অনু : ০৩ ও ০৪ এ উল্লেখপূর্বক পত্র নং-১৮৪, তাং-১৮/১২/২০১৬ এবং পত্র নং-১৯৫, তাং-২১/১২/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রিমিয়াম পরিশোধের পূর্বে (১৪/১২/২০১৬ খ্রি.) দুর্ঘটনাজনিত কারণে আমদানিকৃত রক ফসফেট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ইতোপূর্বে ১৪/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রেরিত বিল অনুযায়ী প্রিমিয়াম চেক গ্রহণপূর্বক বীমাপত্র ইস্যু করার আর কোন সুযোগ নেই বিধায় বীমা দাবি পরিশোধ করা সম্ভব নয় মর্মে বীমা গ্রাহককে অবহিত করা হয় এবং উক্ত চেকটি ফেরত প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম জোন অফিস কর্তৃক বীমা দাবি নাকচ হওয়ার পরও বীমা গ্রাহকের ২১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং-১৩৭৫ এর প্রেক্ষিতে সাবীক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পত্র নং-৪৩, তাং-০৪/০১/২০১৭ এর মাধ্যমে দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার ২৫ দিন পর ০৮/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রিমিয়াম গ্রহণপূর্বক বীমাপত্র ইস্যুকরত ০৮/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে নৌ-কার্গো দাবি বাবদ ৯১,৭১,২০৮ টাকা পরিশোধ করার অনুমোদন প্রদান করে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমদানিকৃত পণ্য নৌ-বীমা বুকের আওতায় না থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

ওপেন পলিসির ৩নং শর্তানুযায়ী দলিলাদি প্রেরণ করলেও সাবীক, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রেরিত প্রিমিয়াম বিল অনুযায়ী যথাসময়ে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে পলিসি সার্টিফিকেট গ্রহণ না করায় দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর গ্রাহককে বীমা দাবি পরিশোধ করার সুযোগ থাকে না (পত্র নং-১৮৪, তাং-১৮/১২/২০১৬)। তা সত্ত্বেও সাবীক কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রিমিয়াম গ্রহণ করত নৌ-কার্গো দাবি পরিশোধ করায় ৯১,৭১,২০৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ১০

অনুচ্ছেদ : ১০

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্র নং	নাম	প্রদত্ত ঋণ	সুদ চার্জ	মোট আসল কর্তন	মোট সুদ কর্তন	৩১/১২/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সুদসহ মোট দেনা		সর্বমোট দেনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ = (৭+৮)	১০
						আসল দেনা	সুদ দেনা		
১	জনাব শফিকুজ্জামান	২,৩৬,৫০ ০	২,৩৩,৪৬৪	৯৩,৩৬১	-	১,৪৩,১৩৯	২,৯০,৭১৯	৪,৩৩,৮৫৮.৬ ০	বরখাস্ত
২	জনাব মোশারফ হোসেন	৯৮,৪০০	১,৯৬,৪৮০	১০,৪০৫	১০,২২২	৮৭,৯৯৫	২,২১,৪৫৬	৩,০৯,৪৫১.০০	অনুপস্থিত আগষ্ট'৯০
৩	জনাব জহির উদ্দিন মিয়া	৩,০৯,০০০	২,৯৩,৫৭৯	১,৫২,৪৭৫	৬,৬৪৬	১,৫৬,৫২৫	৩,৪৯,৫৪৩	৫,০৬,০৬৮.০ ০	ইস্তফা মে'৯৪
৪	জনাব ফজলুল করিম মজুমদার	২,৪০,৭৮৭	৫,৯৩,৪৭৪	১৯,৪৯৫	৮,৯৮৭	২,২১,২৯২	৬,৭৩,০০৩	৮,৯৪,২৯৫.৮ ০	ইস্তফা জানুয়ারী'৮৭
৫	জনাব নুরুল আফহার	২,৫০,০০০	৩,৩৮,১৬২	৪,০৬৩	-	২,৪৫,৯৩৭	৪,৩৬,৫৩৬.৮০	৬,৮২,৪৭৩.৮ ০	অনুপস্থিত মে'৯৪
৬	জনাব আলমগীর কবীর	৩,৬০,০০০	১,৬১,৫৯০	১,৫০,৮৬৩	-	২,০৯,১৩৭	২,৪৫,২৪৪.৮০	৪,৫৪,৩৮১.৮০	লিয়েন এ আছেন
৭	জনাব রেজাউল করিম	৪,৩২,০০০	১,২৯,৫৮৩	১,১৬,১৩৪	-	৩,১৫,৮৬৬	২,৫৫,৯২৯.৪০	৫,৭১,৭৯৫.৪০	লিয়েন এ আছেন
৮	জনাব বাহার উল্লাহ	১,১৩,২০০	১,৩৮,৫৮৫	৫৯,১৪৫	২৬,৬৫০	৫৪,০৫৫	১,৩৩,৫৫৭.০০	১,৮৭,৬১২.০০	ইস্তফা জুন'৮৮
৯	জনাব আবু বকর মিয়া	১,৮০,৭৫০	৩,৫৩,৪২১	৩৯,৫২২	১৪,৯৫২	১,৪১,২২৮	৩,৯৪,৯৬০.২০	৫,৩৬,১৮৮.২ ০	ইস্তফা জুন'৮৯
১০	জনাব আলীউজ্জামান খান	২,৩৪,৭৫০	২,২৮,০০৫	১,৯৬,০১৪	২৩,৭৪২	৩৮,৭৩৬	২,১৯,৭৫৭.৪০	২,৫৮,৪৯৩.৪ ০	ইস্তফা ডিসেম্বর'৮৫
১১	জনাব ফজলুল কাদের	৩১,৩২০	৮৩,২৩৬	৩১৩	১৬৪	৩১,০০৭	৯৫,৪৭৪.৮০	১,২৬,৪৮১.৮০	অনুপস্থিত আগষ্ট'৮২
১২	জনাব রেজাউল হক	২,৩৫,০০০	১,২১,৩৭১	১,৩৫,৬৪২	-	৯৯,৩৫৮	১,৬১,১১৪.২০	২,৬০,৪৭২.২০	অবসর ১২/১২/২০০৩
১৩	জনাব চৌঃ মোঃ সাঃ সারোয়ার	৩,৬০,০০০০	৫,৯৫,৭৩২	১৯,২৬৭	১৮,৯৬৬	৩,৪০,৭৩৩	৭,১৩,০৫৯.২০	১০,৫৩,৭৯২.২০	সাময়িক বরখাস্ত জানুয়ারী'৯৪
১৪	জনাব আবুল কাশেম খান	৩৪,৫৬০	৬৫,৯৬৬	১০,৩৩২	৫,০৯০	২৪,২২৮	৭০,৫৬৭.২০	৯৪,৭৯৫.২০	অনুপস্থিত
১৫	জনাব নুরজ্জামান খান	৮১,৪৪৫	১,৬৯,৩৪৭	২৫,৬৭৫	১৩,৬৩৬	৫৫,৭৭০	১,৭৮,০১৯.০০	২,৩৩,৭৮৯.০ ০	ইস্তফা ডিসেম্বর'৮৬
১৬	জনাব আক্তারুজ্জামান	১,৬০,৮০০	২,২৬,৯৪৮	১,১৩,৮১৬	২২,৮৮৩	৪৬,৯৮৪	২,২২,৮৫৮.৬০	২,৬৯,৮৪২.৬ ০	ইস্তফা এপ্রিল'৮৮
১৭	জনাব গোলাম মাওলা	৭৬,৩০০	৭৯,২৫৭	৫৬,১৩৫	৩৩,১০৪	২০,১৬৫	৫৪,২১৯.০০	৭৪,৩৮৪.০০	সাময়িক বরখাস্ত আগষ্ট'৯৪
১৮	জনাব আবদুল হামিদ তোতা	১,৫৪,৮০০	২,৪৯,০৫৫	৪০,০৪৪	৩৯,৪১৮	১,১৪,৭৫৬	২,৫৫,৫৩৯.৪০	৩,৭০,২৯৫.৪০	সাময়িক বরখাস্ত আগষ্ট'৯৪
১৯	জনাব ফিরোজ আহমেদ চৌঃ	১,৫৩,৪৬৬	১,৯৬,৭৭৯	৮৩,৬২১	৭,৫০২	৬৯,৮৪৫	২,১৭,২১৫.০০	২,৮৭,০৬০.০ ০	ইস্তফা মে'৯১
২০	জনাব জাহাঙ্গীর	৩,৩০,০০০	৩,৬৯,৯৩৬	৩৭,৪৩৬	-	২,৯২,৫৬৪	৪,৮৬,৯৬১.৬০	৭,৭৯,৫২৫.৬০	বরখাস্ত

ক্র. নং	নাম	প্রদত্ত ঋণ	সুদ চার্জ	মোট আসল কর্তন	মোট সুদ কর্তন	৩১/১২/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সুদসহ মোট দেনা		সর্বমোট দেনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ = (৭+৮)	১০
						আসল দেনা	সুদ দেনা		
	আলম								অক্টোবর'৯৮
২১	জনাব মকবুল হোসেন	১,১২,০০০	১,০১,৫১৩	৪১,৫৬৬	-	৭০,৪৩৪	১,২৯,৬৮৬.৬০	২,০০,১২০.৬০	বরখাস্ত অক্টোবর'৯৯
২২	জনাব আঃ আজিজ প্রামাণিক	৪০,০০০	৩৪,৮৪৮	২৫,৭১২	১১,৮১৩	১৪,২৮৮	২৮,৭৫০.২০	৪৩,০৩৮.২০	বরখাস্ত অক্টোবর'১০০
২৩	জনাব এ বি এম জিলুর রহমান	৯০,২৪৪	১,৭১,৭০১	৩১,৮২৩	১৭,৮৬১	৫৮,৪২১	১,৭৭,২০৮.৪০	২,৩৫,৬২৯.৪০	অনুপস্থিত ডিসেম্বর '৮৬
২৪	জনাব কমর উদ্দিন ভূঞা	১,২৩,৭৫০	১,৩২,৩৫৪	৮১,৭৬০	২৫,৬১২	৪১,৯৯০	১,২৩,৫৮৩.০০	১,৬৫,৫২৮.০০	ইন্তফা ফেব্রুয়ারি'৮৮
২৫	জনাব হাফিজুর রহমান	১,২৬,৮৭৬	১,৫৬,০৭৪	১,০০,৪৬৩	৪০,৬৮১	২৬,৪১৩	১,২৫,৯৫৮.২০	১,৫২,৩৭১.২০	ইন্তফা ফেব্রুয়ারি'৮৮
২৬	জনাব সেলিম ভূঞা	২,৬২,৫০০	৪,৯৮,৫০৪	৩০,১৮৮	২৯,৭১৫	২,৩২,৩১২	৫,৬১,৭১৩.৮০	৭,৯৪,০২৫.৮০	অনুপস্থিত মে'৯১
২৭	জনাব আব্দুর রহিম	১,২৫,০০০	৪৩,৩১৬	১,১৫৭	-	১,২৩,৮৪৩	৯২,৮৫৩.২০	২,১৬,৬৯৬.২০	অনুপস্থিত
২৮	জনাব এস এম এমাদুল হক	১,০৬,২০০	১,৯০,৫২৮	৬,৯০৩	৬,৭৯৫	৯৯,২৯৭	২,২৩,৪৫১.৮০	৩,২২,৭৪৮.৮০	অপসারিত মে'৯২
	মোট	৬০,৪৩,১১৬	৬৩,৯৯,৫৯৮	২০,৪৯,৪৬৭	৩,৭৬,৮১৭	৩৩,৭৬,৩১৮	৭১,৩৮,৮৯৬	১,০৫,১৫,২১৪	

(কথায় : এক কোটি পাঁচ লক্ষ পনেরো হাজার দুইশত চৌদ্দ টাকা মাত্র)।

পরিশিষ্ট : ১১

অনুচ্ছেদ : ১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না হওয়ায় ক্ষতির বিবরণী:

সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	খাতের নাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
০১	ঢাকা জোন	বেতন খাত	১২,৬৯,৪১৬
০২	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা জোন	অগ্রিম প্রদত্ত খাত	৮,৪৭,৯০,৬৬৭
সর্বমোট			৮,৬০,৬০,০৮৩
(কথায় : আট কোটি ষাট লক্ষ ষাট হাজার তিরিশি টাকা মাত্র)।			

পরিশিষ্ট : ১১.১

অনুচ্ছেদ : ১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায় না করায় কর্পোরেশন এর ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	জোন/শাখা	অগ্রিম খাত	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জনাব আব্দুল মতিন	জুনিয়র অফিসার	প্রশাসন	বেতন	২০,৫০০
২	জনাব আবুল কাশেম	দপ্তরি	প্রশাসন	ঐ	২,০৪,৫০০
৩	জনাব আবুল খায়ের মোল্লা	সিনিঃ এসিঃ	কো-অর্ডিনেশন		২,৯১,৭০০
৪	জনাব আলী হোসেন	জুনিয়র অফিসার	মোটর ক্লেইম		৯৬,৪০০
৫	জনাব আকবর কবীর	সিনিঃ এসিঃ	নন মেরিন		৩০,০০০
৬	জনাব আলী হোসেন	দপ্তরি			২০০০
৭	জনাব মোঃ রফিকুল আলম	ড্রাইভার			১,০২,০০০
৮	জনাব জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সিনিঃ এসিঃ			৭৪,০০০
৯	জনাব নুরুল ইসলাম	দপ্তরি			১,৫০০
১০	জনাব তাজুল ইসলাম	জুনিয়র অফিসার			৩৫,০০০
১১	জনাব শামসুল আলম	সিনিঃ এসিঃ			১,২৩,৫০০
উপমোট (ক)					৯,৮১,১০০
১২	জনাব মোঃ মহসীন	এসিঃ ম্যানেজার		বিবিধ	৬০,২৫০
১৩	জনাব মোশারফ হোসেন	ড্রাইভার			১৬,০০০
১৪	জনাব রফিকুল ইসলাম	ড্রাইভার			১,২১,৫০০
১৫	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	সহঃ ব্যবঃ			৩২,০০০
১৬	জনাব মোস্তফা চৌধুরী	জুনিয়র অফিসার			৭,৭০০
উপমোট (খ)					২,৩৭,৪৫০
১৭	জনাব মোঃ জাহেদ মিয়া মহালদার	জুনিয়র অফিসার		ক্রয় খাত	৫০,৮৬৬
উপমোট (গ)					৫০,৮৬৬
সর্বমোট (ক+খ+গ)					১২,৬৯,৪১৬
(কথায় : বারো লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশত ষোল টাকা মাত্র)।					

পরিশিষ্ট : ১১.২

অনুচ্ছেদ : ১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা জোন, ঢাকা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়/সমন্বয় না করায় কর্পোরেশন এর ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	অগ্রিম প্রদত্ত খাত	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
০১	বিবিধ অগ্রিম	৭২,৯৮,৫৬৬	
০২	মটরসাইকেল অগ্রিম	২,৫৫,৬৯,৩৩৫	
০৩	চিকিৎসা অগ্রিম	৫,৮৫,৩৯৬	
০৪	ক্রয় অগ্রিম	১৭,৭৪,৭৪৮	
০৫	ভ্রমণ অগ্রিম	৯,০৯,৮১২	
০৬	আইন খরচ অগ্রিম	১,৩৩,১৩৫+ ২০,৫৩,২০০	
০৭	অফিস ভাড়া অগ্রিম	৮৫,৩৩,০৬২	
০৮	বেতন অগ্রিম	৩৬,৫৮,০৮৬	
০৯	বেতন আয়কর অগ্রিম	৬,৪৭,৮৮৫	
১০	সাধারণ বীমা কমচারী ইউনিয়ন	২,৬৪,৬৬০	
১১	এমপ্লয়ীজ পিএফ	৩,৩৩,৬২,৭৮২	
	সর্বমোট	৮,৪৭,৯০,৬৬৭	
(কথায় : আট কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত সাতষড়ি টাকা মাত্র)।			

অনুচ্ছেদ : ১২

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ লঙ্ঘন করে লাঞ্ছ ভাতা প্রদানের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	মোট কর্মচারীর সংখ্যা	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা	মোট কর্মচারীর সংখ্যা	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা	আঞ্চলিক কার্যালয়ের নাম	২০১৮	২০১৯
	২০১৮		২০১৯				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	১৫৭	২৬২	১৬০	২৫০	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১৯১১৩৮০০	১৮৩৮৭২৭১
২	৯২	১৭৮	১১৩	১৩৫	ঢাকা	১০৭৮৬৩০০	১০২৫১৪০০
৩	১২	১৪	১২	১৪	নারায়ণগঞ্জ	১২৯৫৮০০	১২১৫৮০০
৪	২০	৪০	১৮	৩৬	চট্টগ্রাম	২৯০২০০০	২৫৬৪৮০০
৫	২১	২০	২১	২০	কুমিল্লা	২১৬২৪০০	২১০৭৬০০
৬	৪০	৪৬	৩৮	৩৬	রাজশাহী	৩৮৩৫০০০	৩৪৩৮৪০০
৭	৩৫	৩৬	৩৩	৩৮	খুলনা	৩২০০৬০০	৩০৪৮৮০০
৮	১০	১১	১০	১১	সিলেট	১০০২৮০০	৯৬৪৮০০
৯	০৭	১৭	০৭	১৭	ময়মনসিংহ	১২৫৯২০০	১০৭৭৪০০
	৩৯৪	৬২৪	৪১২	৫৫৭	উপমোট	৪৫৫৫৭৯০০	৪৩০৫৬২৭১
সর্বমোট (৪৫৫৫৭৯০০+৪৩০৫৬২৭১)						৮,৮৬,১৪,১৭১	
(কথায় : আট কোটি ছিয়াশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত একাত্তর টাকা মাত্র)।							

পরিশিষ্ট : ১৩

অনুচ্ছেদ : ১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাধারণ বীমা কর্পোরেশন,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৮ ও ২০১৯ (পঞ্জিকা বছর)

বিষয় : আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	মোট কর্মচারীর সংখ্যা/ ২০১৮	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা/ ২০১৮	মোট কর্মচারীর সংখ্যা/ ২০১৯	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা/ ২০১৯	আঞ্চলিক কার্যালয়ের নাম	২০১৮		২০১৯	
	২০১৮		২০১৯			কর্মকর্তা	কর্মচারী	কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	১৫৭	২৬২	১৬০	২৫০	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	২,০৭,১৫,৪৫০.৯১	৬৯,৩৮,৫৬২.৮৬	২,১৯,৫৪,০৬৩	৫৬,২৭,৯৭৩.৭
২	৯২	১৭৮	১১৩	১৩৫	ঢাকা	১,০৫,২৭,৬০০	৪১,৪৯,৯৮৭	১,১১,০৬,৯৩৪	৪১,৭৮,৩২৫
৩	১২	১৪	১২	১৪	নারায়ণগঞ্জ	১৩,০০,২৮৬	৩,৫৩,৮০০	১২,৪০,৩০০	৩,৪৭,৭২৫
৪	২০	৪০	১৮	৩৬	চট্টগ্রাম	৩৩,৮৭,৯৫৭	৮,০৬,৪৬৪	৩০,৭১,৩৩৩	৬,৮৮,২২৫
৫	২১	২০	২১	২০	কুমিল্লা	১৪,৮১,৭৪৮	৯,৫০,৯৬৭	১৩,৬২,২৪৭	৯,৪৬,৮৫০
৬	৪০	৪৬	৩৮	৩৬	রাজশাহী	২৮,৮৪,৪৫৫	১৩,৮৩,৫৭৭	২৮,৫৩,৭৭৫	১৫,৮৩,৬৭৫
৭	৩৫	৩৬	৩৩	৩৮	খুলনা	২৯,৮৩,১৩৯	৯,০৬,৯০৮	৩০,৬৩,৮০০	১০,৩৭,৪৫০
৮	১০	১১	১০	১১	সিলেট	১২,৩১,৫৬৩	-	১২,৮০,০৭৫	০.০
৯	০৭	১৭	০৭	১৭	ময়মনসিংহ	১৩,২২,৪৮৯	৩,৬৩,৫৭৩	১৪,৮৯,৪২৫	৩,৭৭,৭৭৫
	৩৯৪	৬২৪	৪১২	৫৫৭		৪,৫৮,৩৪,৬৮৭.৯১	১,৫৮,৫৩,৮৩৮.৮৬	৪,৭৪,২১,৯৫২	১,৪৭,৮৭,৯৯৮.৭
						৬,১৬,৮৮,৫২৬.৭৭		৬,২২,০৯,৯৫০.৭	
সর্বমোট						১২,৩৮,৯৮,৪৭৭.৪৭			
(কথায় : বারো কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা মাত্র)।									

২৬.২.১৪২০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ১০.৬.২০১২ খ্রিস্টাব্দ


মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।